বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১।
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং- বামাশিবো/প্রশা/ রংপুর-৬৩/ ৭৫৪/৪ তারিখঃ ১৪/০২/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় ঃ **সুস্পষ্ট লিখিত বক্তব্যসহ সমর্থনীয় কাগজপত্র বোর্ডে দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ ১) জনাব মোঃ নওশাদ আলী, সুপার (সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর ১৮/০১/২০১৭ তারিখের আবেদন
২) রিট পিটিশন নং- ১৫৩১১/২০১৬ এ প্রদত্ত ১১/১২/২০১৬খ্রিঃ তারিখের আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসার সুপার (সাময়িক বরখাস্তকৃত) জনাব মোঃ নওশাদ আলী "মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১৫৩১১/২০১৬ নং রীট মামলার গত ইং ১১/১২/২০১৬ তারিখের আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন পূর্বক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, এর সুপার মোঃ নওশাদ আলীকে তাঁর স্বপদে চাকুরীতে পূণঃবহালের ব্যবস্থাকরণ প্রসঙ্গে" মামলা রায় ও কাগজপত্রসহ একখানা আবেদনপত্র বোর্ডে দাখিল করেছেন।

দাখিলকৃত আবেদন ও রিট পিটিশন নং- ১৫৩১১/২০১৬ এ প্রদত্ত ১১/১২/২০১৬খ্রিঃ তারিখের আদেশ এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অত্র বোর্ডের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার কাজী মাঈনুল হাসান এর নিকট উল্লিখিত মাদরাসা সংক্রান্ত নথিটি প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বিস্তারিত পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন-

"মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং- ১৫৩১১/২০১৬ এ মামলার দরখাস্তকারী কর্তৃক বোর্ডে বিগত ০৪.১০.২০১৬ইং তারিখে দাখিলকৃত দরখাস্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেছেন। নথী পর্যালোচনান্তে উক্তরূপ ০৪.১০.২০১৬ইং তারিখের কোন আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তবে তিনি বিগত ১৮/০১/২০১৭খ্রিঃ উক্ত আবেদনের একখানা ফটোকপি সংযুক্ত করে পূনরায় বোর্ডে আবেদন করেছেন। বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ০৪/১০/২০১৬খ্রিঃ তারিখের আবেদন সংযুক্ত করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্রসহ বোর্ডে দাখিল করার জন্য পত্র দেওয়া আবশ্যক বিষয়টি অতীব জরুরী।"

বর্ণিত অবস্থায় বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত অনুসারে জনাব মোঃ নওশাদ আলী কর্তৃক দাখিলকৃত ০৪/১০/২০১৬খ্রিঃ তারিখের আবেদনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করার জন্য মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ....(১০....) পাতা।

14/2/17
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ ১) সভাপতি, হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২) ভারপ্রাপ্ত সুপার, হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

নং- বামাশিবো/প্রশা/ রংপুর-৬৩/ তারিখঃ /০২/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক, রংপুর।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর।
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৫. জনাব মোঃ নওশাদ আলী, সুপার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, মিঠাপুকুর, রংপুর।
৬. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৭৪৮৭৪

প্রতিষ্ঠান কোড: ১৪৩৬২

বরাবর,

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশী বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ **বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ((দাখিল ও আলিম স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি)- প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৩৮(৩) বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখে অবৈধভাবে আমাকে সুপার-এর পদ হইতে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ

(১) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (দাখিল ও আলিম স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৩৮(৩) বিধি অনুযায়ী।

(২) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী।

(৩) স্বীকৃত প্রাপ্ত বে-সরকারী মাদরাসা শিক্ষকদের চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর বিধি ১২ অনুযায়ী।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ নওশাদ আলী, সুপার (ইনডেক্স নং-৩৮২০৬৮), হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, হুলাশুগঞ্জ, মিঠাপুকুর, রংপুর। আমি বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অবস্থায় গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায়, অবৈধ, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সুপার-এর পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন (কপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায়, অবৈধ, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সুপার-এর পদ হইতে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করেন (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে সাময়িক বা চূড়ান্ত বরখাস্ত করিতে হইলে "বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড", ঢাকা (দাখিল ও আলিম স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি)-প্রবিধানমালা, ২০০৯ এবং বে-সরকারী মাদরাসা শিক্ষকদের চাকুরবিধি, ১৯৭৯-এর ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়, কিন্তু বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর পূর্বে বা পরে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি প্রবিধানমালা, ২০০৯ এবং চাকুরী বিধি, ১৯৭৯-এর কোন বিধান অনুসরণ করেন নাই। সে কারণে আমার সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর আদেশটি অবৈধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কারণ ও হেতু মূলে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর আদেশটি বাতিলকরণ এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি-

চলমান পাতা-২

১। গত ইং ১২/০৪/২০১১ তারিখ জারীকৃত সরকারী প্রজ্ঞাপন যার স্মারক নং- শিম/শাঃ১১/১০-১১/২০০৯/১৭১ (কপি সংযুক্ত)। সেখানে উল্লেখ আছে যে, বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারিবেন না। শুধুমাত্র নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি এবং গভর্ণিং বডি শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারিবেন। কিন্তু গত ইং ২৮/০৭/২০১১ তারিখের অনুমোদিত বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে প্রথমে গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং পরবর্তীতে ২৮/১২/২০১১ ইং তারিখে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। যেহেতু বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটির কোন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা নাই, সে কারণে কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করারও কোন ক্ষমতা নাই। এ কারণে আমার গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখের চূড়ান্ত বরখাস্তের আদেশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইতেছে।

২। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখের যে সভায় আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু উক্ত তারিখের সভার নোটিশ এর আলোচ্য সূচীতে আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচ্য সূচী ছিল না, সুতরাং বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায় ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি বিধিমালা- ২০০৯ এর ৩৩(৫)(৬) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হইতেছে।

৩। কোন শিক্ষক/কর্মচারীকে চাকুরী হতে অপসারণ/বরখাস্ত করতে হলে অবশ্যই নোটিশ খাতায় আলোচ্য সূচীতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। যদি উল্লেখ না থাকে তা হইলে উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ নাই। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে যে মিটিং আহ্বান করেছেন, সেখানে নোটিশ খাতায় এবং আলোচ্য সূচীতে সাময়িক বরখাস্ত এর বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ ছিল না, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি বিধিমালা ২০০৯ সালের প্রবিধানের ৩৩(৬) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪। ম্যানেজিং কমিটির সকল মিটিং মাদরাসা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হইতে হবে। কিন্তু গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির মিটিংটি মাদরাসা ক্যাম্পাসের বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা অন্যায়, বে-আইনী এবং অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি প্রবিধানমালার ৩৫(১) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চলমান পাতা-৩

৫। ম্যানেজিং কমিটি যে কোন মিটিং এক মাত্র সুপার/সদস্য সচিব আহ্বান করিবেন, কিন্তু গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখের ম্যানেজিং কমিটির মিটিংটি সুপার সাহেবকে বাদ রেখে সভাপতি সাহেব আহ্বান করেছেন, যাহা সুস্পষ্ট ভাবে আইনের পরিপন্থী।

৬। শুধুমাত্র তদন্তকালী সময় কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত রাখা যায়, কোন ভাবেই সাময়িক বরখাস্ত এর মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে না। দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্ত এর আদেশ বহাল থাকলে তাহা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। গত ইং ১৮/০৮/২০১১ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে আমি গত ইং ০৯/১০/২০১১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করিলেও অদ্যাবধি ম্যানেজিং কমিটি আমার দাখিলকৃত জবাবটি সঠিকভাবে পর্যালোচনা বা বিবেচনা করেন নাই, সে কারণে চূড়ান্ত বরখাস্তখরণ এর সিদ্ধান্তটি অবৈধ এবং বে-আইনী হইতেছে (কপি সংযুক্ত)।

৮। কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির পর ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচনা না হলে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন এবং তদন্ত চলাকালীন সময় বা তদন্ত সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, যাহা চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর ১৪ (খ) এবং ১৩ (ক) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৯। নির্দিষ্ট এবং যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রসেডিং সমাপ্ত করতে না পারলে, আনীত অভিযোগ এর দায় হইতে অব্যহতি প্রদান পূর্বক চাকুরীতে পূর্ণ বহালের বিধান স্বীকৃত, সুতরাং দীর্ঘ দিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১০। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে সুপারের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক। কিন্তু অদ্যাবধি অর্থাৎ দীর্ঘ ০৫ (পাঁচ) বছর ০৩ (তিন) মাস প্রায় অতিবাহিত হওয়ার পরও ম্যানেজিং কমিটি আমার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় প্রসেডিং সমাপ্ত করতে পারেন নাই, সুতরাং দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১১। শুধুমাত্র তদন্তকালীন সময় কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত রাখা যায় এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তাহাকে জীবন ধারণ ভাতা প্রদান করতে হবে, কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে আমাকে জীবন ধারন ভাতা বন্ধ রেখেছেন, যাহা চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এর ১৩ (২) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চলমান পাতা-৪

১২। নিরপেক্ষ এবং আইনানুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন ছাড়াই ম্যানেজিং কমিটি আমাকে চাকুরী হইতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেছেন, যাহা ১৯৭৯ সালের চাকুরী বিধির ১২ এর লঙ্ঘন এবং বোর্ডের আপীল এন্ড আবিট্রেশন কমিটির অনুমোদন ছাড়াই আমাকে চাকুরী হইতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেছেন, যাহা ২০০৯ সালের ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধান এর ৪১ (২) (ঘ) বিধির "শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি" এর লঙ্ঘন।

১৩। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্য প্রণীত এবং আমার বিরুদ্ধে আনতি অভিযোগ চাকুরী বিধি-১৯৭৯ এর ১১ বিধির বিধান মোতাবেক পেশাগত অসদাচরণ এর পর্যায়ে আসে না, সুতরাং সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১৪। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ কতিপয় সদস্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যোগসাজস করে প্রতিষ্ঠানের মূল নোটিশ বই এবং রেজুলেশন খাতা থাকা স্বত্বেও এগুলো ব্যবহার না করে বাহির থেকে নতুনভাবে নোটিশ বই এবং রেজুলেশন খাতা ক্রয় করে উক্ত রেজুলেশন খাতায় আমাকে সম্পূর্ণ অন্যায়, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগের ভিত্তিতে সাময়িক বরখাস্ত এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়েছে। এ কারণে আমার গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখের চূড়ান্ত বরখাস্তের আদেশটি বে-আইনী হইতেছে।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত বিষয়টি সদয় বিবেচনা করে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখের অবৈধভাবে আমাকে সুপার পদ হইতে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর আদেশটি বাতিল এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বিনীত নিবেদক

০৪-১০-২০১৬

(মোঃ নওশাদ আলী)
সুপার (সাময়িক বরখাস্তকৃত)
হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা
হুলাশুগঞ্জ, মিঠাপুকুর, রংপুর।
মোবা: ০১৭২৫-৯৯৭১৭৭

তারিখঃ ০৪/১০/২০১৬ ইং।

পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি
No-1687/17
12.1.17 - 12.1.17 - 12.1.17 - 15.1.17 - 15.1.17

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 15311 OF 2016.

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 (2)(a)(i) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:

Md. Nowshad Ali, son of Md. Abdul Hamid & the Superintendent (now under dismissal), Hulasugonj Rasidia Girl's Dakhil Madrasha, of Police Station-Mithapukur, District-Rangpur.

...............Petitioner.

-Versus-

1. The Government of the People's Republic of Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Education, Secretariat Building, Ramna, Dhaka.
2. The Director General, Directorate of Madrasha Education, National Scout Bhavan (13th Floor), 60, Anjuman Mufidul Islam Sarok, Kakrail, Dhaka-1000.
3. The Chairman, Bangladesh Madrasha Education Board, Bokshibazar, Dhaka.
4. The Registrar, Bangladesh Madrasha Education Board, Bokshibazar, Dhaka.
5. The Chairman, Managing Committee, Hulasugonj Rasidia Girl's Dakhil Madrasha, of Police Station-Mithapukur, District-Rangpur.

...........Respondents

AND

IN THE MATTER OF:

Direction upon the respondents to consider and dispose of the application filed by the petitioner on 04.10.2016 praying for taking necessary steps against the order of dismissal of the petitioner from his service as the Superintendent, Hulasugonj Rasidia Girl's Dakhil Madrasha, Mithakupur, Rangpur (Annexure-C).

Present:

Mr. Justice M. Moazzam Husain

And

The 11th day of December, 2016.

Mr. Md. Humayun Kabir, Advocate

.....For the petitioner.

Mr. Amit Talukder, DAG

Mr. Md. Jahangir Alam, AAG and

Ms. Rahima Khatun, AAG

.....For the Respondents

Let a Rule Nisi issue calling upon the respondents to show cause as to why the inaction of the respondents in considering and disposing of the application filed by the petitioner on 4.10.2016 praying for taking necessary steps against the order of dismissal of the petitioner from his service as the Superintendent, Hulasugonj Rasidia Girl's Dakhil Madrasha, Mithakupur, Rangpur (Annexure-C) shall not be declared to be without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within 4(four) weeks.

In the meanwhile, the respondents are directed to dispose of the application filed by the petitioner on 4.10.2016 addressed to the Chairman, Bangladesh Madrasha Education Board, Dhaka within 30 days from receipt of this order.

The petitioner is directed to put in two sets of requisites for service of notices both in usual course as well as through registered post within 72 hours.

M. Moazzam Husain

M. B. Zaman

Type by: Nurun Nahar
12.01.2017.

Read by: 12.01.17

Exm. by: 12-01-17

Readied by:

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

15.01.17

সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ ইং সনের ১নং আইনের)
৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত

মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

15.1.17

মোঃ এনামুল হক বহুমদার
সুপারিনটেনডেন্ট

বরাবর,

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
বক্‌শী বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ **মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১৫৩১১/২০১৬ নং রীট মামলার গত ইং ১১/১২/২০১৬ তারিখের আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন পূর্বক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা, এর সুপার মোঃ নওশাদ আলীকে তার স্বপদে চাকুরীতে পূণঃবহালের ব্যবস্থাকরণ প্রসংগে।**

সূত্রঃ
১। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (দাখিল ও আলিম স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৩৮ (৩) বিধি অনুযায়ী।
২। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী।
৩। স্বীকৃত প্রাপ্ত বে-সরকারী মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর বিধি ১২ অনুযায়ী।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোঃ নওশাদ আলী, সুপার (ইনডেক্স নং-৩৮২০৬৮), হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা, হুলাশুগঞ্জ, মিঠাপুকুর, রংপুর। আমি বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অবস্থায় বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে সম্পূর্ণ অন্যায়, অবৈধ, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সুপার এর পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায়, অবৈধ, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সুপার-এর পদ হইতে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করেন। কিন্তু কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে সাময়িক বা চূড়ান্ত বরখাস্ত করিতে হইলে “বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড”, ঢাকা (দাখিল ও আলিম স্তরের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বড়ি ও ম্যানেজিং কমিটি)-প্রবিধানমালা, ২০০৯ এবং বে-সরকারী মাদরাসা শিক্ষকদের চাকুরবিধি, ১৯৭৯ এর ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর পূর্বে বা পরে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি প্রবিধানমালা, ২০০৯ এবং চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর কোন বিধি বিধান অনুসরণ করেন নাই। সে কারণে আমার সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর আদেশটি অবৈধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কারণ ও হেতু মূলে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকরণসহ চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ এর আদেশটি বাতিলকরণ এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
আর এণ্ড আই শাখা
২১
ডাইরী নাম্বার.....................
১৮/১/১৭

চলমানা পাতা-২

১। গত ইং ১২/০৪/২০১১ তারিখ জারীকৃত সরকারী প্রজ্ঞাপন যার স্মারক নং- শিম/শাঃ১১/১০-১১/২০০৯/১৭১ (কপি সংযুক্ত)। সেখানে উল্লেখ আছে যে, বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারিবেন না। শুধুমাত্র নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি এবং গভর্ণিং বডি শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারিবেন। কিন্তু গত ইং ২৮/০৭/২০১১ তারিখের অনুমোদিত বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে প্রথমে গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং পরবর্তীতে ২৮/১২/২০১১ ইং তারিখে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। যেহেতু বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটির কোন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা নাই, সে কারণে কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করারও কোন ক্ষমতা নাই। এ কারণে আমার গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখের চূড়ান্ত বরখাস্তের আদেশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইতেছে।

২। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখের যে সভায় আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু উক্ত তারিখের সভার নোটিশ এর আলোচ্য সূচীতে আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচ্য সূচী ছিল না, সুতরাং বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায় ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আমাকে সাময়িক বরখাস্তকরণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি বিধিমালা- ২০০৯ এর ৩৩(৫)(৬) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হইতেছে।

৩। কোন শিক্ষক/কর্মচারীকে চাকুরী হতে অপসারণ/বরখাস্ত করতে হলে অবশ্যই নোটিশ খাতায় আলোচ্য সূচীতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। যদি উল্লেখ না থাকে তা হইলে উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ নাই। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে যে মিটিং আহ্বান করেছেন, সেখানে নোটিশ খাতায় এবং আলোচ্য সূচীতে সাময়িক বরখাস্ত এর বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ ছিল না, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি বিধিমালা ২০০৯ সালের প্রবিধানের ৩৩(৬) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪। ম্যানেজিং কমিটির সকল মিটিং মাদরাসা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হইতে হবে। কিন্তু গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির মিটিংটি মাদরাসা ক্যাম্পাসের বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা অন্যায়, বে-আইনী এবং অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাহা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্ণিং বডি প্রবিধানমালার ৩৫(১) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চলমান পাতা-৩

৫। ম্যানেজিং কমিটি যে কোন মিটিং এক মাত্র সুপার/সদস্য সচিব আহ্বান করিবেন, কিন্তু গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখের ম্যানেজিং কমিটির মিটিংটি সুপার সাহেবকে বাদ রেখে সভাপতি সাহেব আহ্বান করেছেন, যাহা সুস্পষ্ট ভাবে আইনের পরিপন্থী।

৬। শুধুমাত্র তদন্তকালী সময় কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত রাখা যায়, কোন ভাবেই সাময়িক বরখাস্ত এর মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে না। দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্ত এর আদেশ বহাল থাকলে তাহা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। গত ইং ১৮/০৮/২০১১ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে আমি গত ইং ০৯/১০/২০১১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করিলেও অদ্যাবধি ম্যানেজিং কমিটি আমার দাখিলকৃত জবাবটি সঠিকভাবে পর্যালোচনা বা বিবেচনা করেন নাই, সে কারণে চূড়ান্ত বরখাস্তখরণ এর সিদ্ধান্তটি অবৈধ এবং বে-আইনী হইতেছে (কপি সংযুক্ত)।

৮। কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির পর ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচনা না হলে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন এবং তদন্ত চলাকালীন সময় বা তদন্ত সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, যাহা চাকুরী বিধি, ১৯৭৯ এর ১৪ (খ) এবং ১৩ (ক) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৯। নির্দিষ্ট এবং যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রসেডিং সমাপ্ত করতে না পারলে, আনীত অভিযোগ এর দায় হইতে অব্যহতি প্রদান পূর্বক চাকুরীতে পূর্ণ বহালের বিধান স্বীকৃত, সুতরাং দীর্ঘ দিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১০। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে সুপারের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন গত ইং ৩০/০৭/২০১১ তারিখে কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক। কিন্তু অদ্যাবধি অর্থাৎ দীর্ঘ ০৫ (পাঁচ) বছর ০৩ (তিন) মাস প্রায় অতিবাহিত হওয়ার পরও ম্যানেজিং কমিটি আমার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় প্রসেডিং সমাপ্ত করতে পারেন নাই, সুতরাং দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১১। শুধুমাত্র তদন্তকালীন সময় কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত রাখা যায় এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তাহাকে জীবন ধারণ ভাতা প্রদান করতে হবে, কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে আমাকে জীবন ধারন ভাতা বন্ধ রেখেছেন, যাহা চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এর ১৩ (২) বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চলমান পাতা-৪

১২। নিরপেক্ষ এবং আইনানুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন ছাড়াই ম্যানেজিং কমিটি আমাকে চাকুরী হইতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেছেন, যাহা ১৯৭৯ সালের চাকুরী বিধির ১২ এর লঙ্ঘন এবং বোর্ডের আপীল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির অনুমোদন ছাড়াই আমাকে চাকুরী হইতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেছেন, যাহা ২০০৯ সালের ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালার ৪১ (২) (ঘ) বিধির "শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি" এর লঙ্ঘন।

১৩। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্য প্রণীত এবং আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ চাকুরী বিধি ১৯৭৯ সালের ১১ বিধির বিধান মোতাবেক পেশাগত অসদাচরণ এর পর্যায়ে আসে না, সুতরাং সাময়িক বরখাস্তকরণ বে-আইনী।

১৪। বিশেষ ধরণের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ কতিপয় সদস্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যোগসাজস করে প্রতিষ্ঠানের মূল নোটিশ বই এবং রেজুলেশন খাতা থাকা স্বত্বেও এগুলো ব্যবহার না করে বাহির থেকে নতুনভাবে নোটিশ বই এবং রেজুলেশন খাতা ক্রয় করে উক্ত রেজুলেশন খাতায় আমাকে সম্পূর্ণ অন্যায়, বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়েছে। এ কারণে আমার গত ইং ২৮/১২/২০১১ তারিখের চূড়ান্ত বরখাস্তের আদেশটি বে-আইনী হইতেছে।

উপরোল্লিখিত বর্ণনা সমূহের প্রতিকার চেয়ে আমি আপনার বরাবরে আপনার দপ্তরে গত ইং ০৪/১০/২০১৬ তারিখে একটি দরখাস্ত জমা দেই (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও আমার দাখিলকৃত দরখাস্তটি আপনার অফিস কর্তৃক কোন প্রকার নিস্পত্তি না করলে আমি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৫৩১১/২০১৬ নং রীট মামলা দাখিল করি। উক্ত রীট মামলায় মাননীয় বিচারপতিদ্বয় নিম্নরূপ আদেশ দেন। যথা:-

The Rule is made returnable within 4 (four) weeks.

In the meanwhile, the respondents are directed to dispose of the application filed by the petitioner on 4.10.2016 addressed to the Chairman, Bangladesh Madrasha Education Board Dhaka within 30 days from receipt of this order (আদেশের সার্টিফাই ফটোকপি সংযুক্ত)।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত বিষয়টি সদয় বিবেচনা করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১৫৩১১/২০১৬ নং রীট মামলার গত ইং ১১/১২/২০১৬ তারিখের আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন পূর্বক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা, এর সুপার মোঃ নওশাদ আলী কে তার স্বপদে চাকুরীতে পূণঃবহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

তারিখঃ ১৮/০১/২০১৭ইং

বিনীত নিবেদক

১৮/০১/২০১৭

(মোঃ নওশাদ আলী)

সুপার (সাময়িক বরখাস্তকৃত)

হুলাশুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা

হুলাশুগঞ্জ, মিঠাপুকুর, রংপুর।

০১৭২৫-৯৯৭৯১৭৭